যুগান্তর

তারিখ 17 APR 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

ফেনীর বিজয়সিংহ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তদের আগুন

১১টি কক্ষ পুড়ে ছাই

ফেনী প্রতিনিধি

ফেনীর বিজয়সিংহ উচ্চ বিদ্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের প্রচার কাজে বাধা দেয়ায় মঙ্গলবার রাতে স্কুল ভবনের ১১টি কক্ষ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান, মঙ্গলবার মধ্যরাতে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ফেনীর পশ্চিম বিজয়সিংহ স্কুল-ভবনের উত্তর অংশে গানপাউডার দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। মুহূর্তের মধ্যে স্কুল ভবনটির আসবাবপত্র, বইখাতা, কম্পিউটারসহ সব মালামাল ও শিক্ষা সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ফেনীর দমকল বাহিনীর ৩টি ইউনিট দীর্ঘসময় চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে প্রায় ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক।

গত ৩০ মার্চ স্থানীয় জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা স্কুল চলাকালীন সময়ে নতুন সদস্য-সংগ্রহের লক্ষ্যে ফরম বিতরণ শুরু করে। এতে স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ অন্য শিক্ষার্থীরা বাধা দেয়। পরদিন সদস্য ফরমগুলো সংগ্রহের কাজ শুরু করে। ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মানিক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিকেএম এনামুল হক

আগুন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

আগুন : বিদ্যালয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পুলিশকে সংবাদ পাঠালে পুলিশ এসে সদস্য ফরমসহ স্কুলছাত্র ইমন ও রাহিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে প্রধান শিক্ষক বেলায়েত হোসেন নিয়াজী ও ফেনী-২ আসনের এমপি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজামউদ্দিন হাজারীর হস্তক্ষেপে ২ এপ্রিল তারা ছাড়া পায়। ওই দিন রাতের আঁধারে বিদ্যালয় ভবনের দুই শ্রেণীকক্ষে ও আসবাবপত্রে মল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। পরদিন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় এসে ক্লাস না করে ফিরে যায়। ফেনী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিকেএম এনামুল হক জানান, মল নিক্ষেপের বিষয়ে তিনি প্রধান শিক্ষককে মামলা করতে নির্দেশ দিলেও তিনি এ ঘটনায় মামলা বা জিডি পর্যন্ত করেননি। এ ঘটনার জের ধরে এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। জেলা প্রশাসক মোঃ হুমায়ুন কবির খন্দকার, পুলিশ সুপার পরিতোষ ঘোষ ও র‌্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসক বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করতে প্রাথমিক অনুদান হিসেবে ২০ বান্ডিল ঢেউটিন ও ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন। অপরদিকে এলাকার একাধিক সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির নির্বাচন নিয়ে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন দেলু ও স্থানীয় মেম্বারের বিরোধকে পুঁজি করে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।